ভূমিকা

লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। সেই লোকসাহিত্যের বিচিত্র ধারার অন্তর্গত লোকনাটক। পৃথিবীর সমস্ত নাটকের উৎসমূলে রয়েছে সমষ্টিগত জীবনের প্রকাশ। তেমনি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকনাটকও এমন কতগুলি বিশিষ্ট প্রকরণ ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, যা মূলত গোষ্ঠী বা সমাজ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত। বলা যেতে পারে লোকসমাজের অভিজ্ঞতার সমষ্টিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই লোকনাটক। লোকনাটকগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অলিখিত থাকে এবং এগুলি বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগত ভাবে মুখে মুখে প্রচলিত। ফলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তনের ধারা চলে আসছে তা লোকনাটকেও অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল, তেমনি সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তন থেকেই আসে রূপান্তর। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, বিশেষ করে তে-ভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারা লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে চলেছে। সেই সঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের লোকনাটক। গবেষণা অভিসন্দর্ভে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি বিশিষ্ট লোকনাটক যথাক্রমে মালদহ জেলার 'গম্ভীরা', উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 'খন', দার্জিলিং জেলার 'নটুয়া', জলপাইগুড়ি জেলার 'পালাটিয়া' এবং কোচবিহার জেলার 'কুশান' লোকনাটকের বিবর্তিত রূপ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্থান ও কাল বিশেষে এই লোকনাটকগুলি কত বিচিত্র হতে পারে তারও চিত্র উঠে এসেছে আলোচ্য গবেষণাপত্রে।

'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর' শিরোনামে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষণা প্রকল্পকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর।

প্রথম অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়' আলোচনা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, কামরূপ, কোচ, বৈকুণ্ঠপুর

প্রভৃতি রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। এছাড়া উত্তরবঙ্গে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোট-চীনীয় —এই চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির সংমিশ্রণে সে সমাজ গঠিত হয়েছিল তাতে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।

'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' নামক অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোকনাটকগুলি আলোচনার পূর্বে এগুলিকে পূজা-পার্বণমূলক বা আনুষ্ঠানিক ও আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল— ষাইটোল, সত্যপীর, কাতিপূজা, তিস্তাবুড়ি, হুদুম দ্যাও, সোনা রায় প্রভৃতি এগুলিকে পুরোপুরি লোকনাটক বলা না গেলেও লোকনাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যই এতে চোখে পড়ে। আবার অনানুষ্ঠানিক বা আমোদ-প্রমোদমূলক লোকনাটকগুলি হল পালাটিয়া, গম্ভীরা, খন, চোরচুন্নি, কুশান, নটুয়া প্রভৃতি। গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য লোকনাটকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর' শিরোনামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এখানে শুরুতেই লোকনাটকের উদ্ভবসূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। লোকনাটকগুলি সৃষ্টির প্রাক্‌মুহূর্তে কোনো না কোনো পূজা-পার্বণ বা উৎসব-অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে যুক্ত ছিল। তাই কাহিনি হিসেবে স্থান পেয়েছিল বিভিন্ন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য। পরবর্তীকালে অবশ্য লোকনাটকের বিষয়বস্তুতে এসেছে রূপান্তর। উৎস থেকে বর্তমান পর্যন্ত লোকনাটকের এই কাহিনিগত রূপান্তর আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এর পরবর্তী অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর'। লোকনাটকগুলিতে মূল যিনি গায়ক বা গীদাল ও তার সহকারী অভিনেতা দোহার বা দোয়ারী চরিত্র দুটি মিলে লোকনাটক উপস্থাপন করত, সেখানে নতুন নতুন চরিত্রের আগমন ঘটেছে। নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছে। লোকনাটকের চরিত্রগত রূপান্তরের দিকটি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকরা প্রদর্শন শৈলীগত দিক থেকে রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন। লোকনাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে সব উপাদানের রূপান্তর হচ্ছে সেগুলি হল— মঞ্চরীতি, সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র ও আলোকসজ্জা। গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তরের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর' নামক অধ্যায়ে লোকনাটকগুলিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা যেমন— বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রভাবে ভাষাগত রূপান্তর কিভাবে ঘটছে তা আলোচনা করা হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বস্তুতপক্ষে যুগ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে এই রূপান্তর অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে পূর্ববর্তীকালের সাথে পরবর্তীকালের লোকনাটকে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমকালীন লোকসমাজ কিভাবে এই রূপান্তরকে গ্রহণ করেছে, তারা এর সঙ্গে কতখানি আত্মিক যোগ অনুভব করেছেন তার প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় প্রধান প্রধান কয়েকটি লোকনাটকের সামগ্রিক রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করা হয়েছে উপসংহার অংশে। মূল গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলির একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরিশেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা থেকে সংগৃহীত লোকনাটকগুলির সংকলন তুলে ধরা হয়েছে।